যায়যায়দিন

তারিখ .... 7 APR 2009...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ .....

# ক্যাম্পাস-ক্যাডারদের তালিকা তৈরি

## দলীয় পরিচয়ে কেউ যেন রেহাই না পায়

ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে দেশের অধিকাংশ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে অস্থিরতা শুরু হয়েছিল তা এখন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের আধিপত্য বিস্তার ও হল দখলকে কেন্দ্র করে দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো এখন রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। ছাত্র সংঘর্ষের কারণে গত কয়েক মাসে অনেক হতাহতের ঘটনাও ঘটছে। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, দখলদারিত্ব ও প্রতিপক্ষের ওপর হামলার কারণে দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ বন্ধ। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানাচ্ছিল সাধারণ শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহল। কিছুটা দেরিতে হলেও সরকার এ ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিয়েছে।

যায়যায়দিনে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাডারদের ডাটাবেজ তৈরির নির্দেশ দিয়েছে সরকার। ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তারের জোর তাগিদও দেয়া হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ছাত্র ক্যাডারদের ডাটাবেজ প্রোফাইলের নমুনা তৈরি করে প্রথমে তা দেশের সব থানায় সরবরাহ করবে। এর পর তালিকা দেখে শুরু হবে গ্রেপ্তারি অভিযান। তালিকা তৈরি ও সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে কোনো পক্ষপাতিত্ব করা হবে না বলে জানানো হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠনের কোনো সশস্ত্র ক্যাডারকে ছাড় দেয়া হলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরকারের এ অবস্থান কাঙ্ক্ষিত ছিল। সাধারণ ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সব মানুষই এ রকম একটি নির্দেশের প্রতীক্ষায় ছিল। তবে নির্দেশ যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হয় তাহলে মানুষ একে আইওয়াশ বলেই অভিহিত করবে। তাই সরকারের কঠোর নির্দেশের সঠিক বাস্তবায়ন সবাই প্রত্যাশা করে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তালিকা তৈরি ও সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে কোনো পক্ষপাতিত্ব করা হবে না। এ কথার সঠিক প্রতিফলনও আমরা দেখতে চাই। ছাত্রলীগ করার কারণে কোনো ক্যাডার যদি তালিকা থেকে অব্যাহতি পায় তাহলে সরকারের এ অভিযান প্রশ্নবিদ্ধ হবে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনে যেন এটি ব্যবহৃত না হয় সেটিও নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে এ অভিযান শুরুতেই সমালোচনার মুখে পড়বে।

সরকারকে মনে রাখতে হবে, সন্ত্রাসীদের কোনো দলীয় পরিচয় নেই। আজ ছাত্রলীগের নাম ভাঙিয়ে যারা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি করছে তারা নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্যই এটা করছে। দলের নাম ভাঙিয়ে যারা এটা করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিলে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। তরুণ প্রজন্মের ব্যাপক সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসা সরকার এ ব্যাপারে কোনো শিথিলতা দেখাবে না বলে আশা করি।